গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০৮, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০৩৩.২০১৪-

তারিখঃ ---------- খ্রিঃ।

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, ক্রেডিট সুপারভাইজার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম জেলাধীন চিলমারী উপজেলায় কর্মকালীন ঋণী জনাব মোঃ আলম মন্ডলের নিকট থেকে আদায়কৃত আসল ও সার্ভিস চার্জ বাবদ ১১,৯৭২/- (এগার হাজার নয়শত বাহাত্তর) টাকা আদায়পূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা না দিয়ে আত্মসাত, ৩০ জন যুব ও যুব মহিলার নিকট থেকে ঋণ দেয়ার কথা বলে ৪৩,৭০০/- টাকা হাতিয়ে নেয়া; জনৈক ছমছ উদ্দিনকে ঋণ দেয়ার কথা বলে ৯,০০০/- টাকা এবং ঋণ বিতরণ দেখিয়ে ২০,০০০/- টাকাসহ ২৯,০০০/- টাকা এবং ঋণী জনাব পরিমল চন্দ্র বর্মনের নিকট থেকে আদায়কৃত ৬৪০০/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অত্র দপ্তরের ১৯-৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ১০৫ সংখ্যক স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়;

২। যেহেতু, তিনি উক্ত মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৮-৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়।

৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার ব্যক্তিগত শুনানীতে অভিযোগসমূহের তদন্তের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় বিধি মোতাবেক বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত ০২টি অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তবে অভিযুক্ত কর্মচারী প্রায় দীর্ঘ ০৫ বছর পর প্রণোদনার আওতায় আত্মসাতকৃত টাকা জমাদান করেছেন। ঋণের আত্মসাতকৃত টাকা যতদিন তার নিকটে ছিল, ততদিনের সার্ভিসচার্জ আদায়যোগ্য বলে তদন্ত কর্মকর্তা অভিমত দিয়েছেন। অভিযুক্ত কর্মচারী যেহেতু ঋণের আত্মসাতকৃত টাকা ইতোমধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়েছেন সেহেতু, তাকে গুরুদণ্ড প্রদানের মত পর্যাপ্ত উপাদান আর নেই। তবে তার কৃত কর্ম একটি গর্হিত অপরাধ, যা অসদাচরণের পর্যায়ভূক্ত। এ ধরণের কাজের পুনরাবৃত্তি রোধ করা আবশ্যক। সে কারণে তিনি বেকসুর খালাসও পেতে পারেন না।

৪। যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, নথিপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক আসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো।

৫। এক্ষণে, সেহেতু সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) ধারার বিধান মতে ক্রেডিট সুপারভাইজার জনাব মোঃ আজিজুর রহমান-এর ০১(এক)টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন বৃদ্ধি ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিতকরণ দন্ড আরোপ করা হলো; স্থগিতকৃত সময়ের জন্য ভবিষ্যতে তিনি কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৯৫৫৯৩৮৯

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০৩৩.২০১৪- ৪৪২

তারিখঃ ২১/২/১৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিত হলো ঃ

০১। পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
০২। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,কুড়িগ্রাম।
০৩। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন/আইসিটি),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-কে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথিতে কপিটি সংরক্ষণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।
০৪। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আদিতমারী,নীলফামারী/চিলমারী, কুড়িগ্রাম।
০৫। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,রাজারহাট,কুড়িগ্রাম-কে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আরোপিত শাস্তি তার চাকুরি বহিতে লাল কালিতে লিপিবদ্ধ করতে অনুরোধ করা হলো।
০৬। জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, ক্রেডিট সুপারভাইজার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।
০৭। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
০৮। অফিস কপি/গার্ড ফাইল ।

Shahidul/E/Realse-306

(মোঃ আতাউর রহমান)
সহকারী পরিচালক(শৃংখলা)
ফোন ঃ ৯৫৫১৮৫৯